দৈনিক ইনকিলাব

৭/১০/২০০৩
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ৬ ...

১২ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র একজন

সিরাজগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইংরেজী বিভাগের ভয়াবহ অবস্থা

সৈয়দ শামীম শিরাজী ॥ সিরাজগঞ্জ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইংরেজী বিভাগে ১২ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও বর্তমানে মাত্র ১ জন শিক্ষক রয়েছেন। আবার একমাত্র শিক্ষকও একমাস পর চাকরি থেকে অবসর নিচ্ছেন। শিক্ষকের প্রকট অভাবে কলেজের ইংরেজী অনার্স ও মাস্টার্স শেষবর্ষের অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ কলেজের ইংরেজী বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা এক সংবাদ সম্মেলনে তাদের এহেন শিক্ষক সংকটের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন।

ছাত্রছাত্রীরা অবিলম্বে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগের দাবী জানিয়ে বলেন, ইংরেজী বিভাগে অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীতে মোট ১২ জন শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম থাকলেও এ কলেজে মাত্র ৪ জন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়। এ চারজন শিক্ষককে নিয়ে কান রকমে দায়সারা ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছিল। কিন্তু সম্প্রতি তাদের মধ্যে একজন অবসর নিয়েছে, দু'জন বদলি হয়ে চলে গেছেন। বর্তমানে মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন। তারও চাকরি মেয়াদ রয়েছে মাত্র এক মাস। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামীতে ইংরেজী বিভাগ ধ্বংসের দিকে ধাবিত, এমনকি বিলুপ্তও হতে পারে। এহেন ভয়াবহ চিত্র দেখে উপায়ন্তর না পেয়ে ছাত্ররা মিছিল-সমাবেশ করেছে, এমনকি অধ্যক্ষের কক্ষের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করেছে। কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রদের কাছ থেকে তিন হাজার পাচ শত টাকাও নিয়েছেন শিক্ষক আনার খরচ বাবদ। এরপরেও ইংরেজী বিভাগে শিক্ষক জোটেনি। শিক্ষক দিচ্ছি কিম্বা এই আসছে আসবে বলে ছাত্রদের ধোঁকা দিচ্ছেন। আবার কখনো তাদের ধমকের সুরে নিরুৎসাহিত করছে- কেন ইংরেজী বিভাগের পড়তে এসেছে এই বলে। ঘটনার এখানেই শেষ নয়, ১৯৯৬ সাল ইংরেজী বিভাগ চালু হওয়ার পর থেকে এযাবৎ সেমিনার ফি বাবদ ছাত্রছাত্রীরা ৭০/৮০ হাজার টাকা প্রদান করেছে। শিক্ষক সংকটের পাশাপাশির বই

সংকটের কথা উল্লেখ করে ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করে, ইংরেজী বিভাগে প্রচুর বই থাকা সত্ত্বেও তাদের বই দেয়া হচ্ছে না। আবার ১২ জন শিক্ষকের মধ্যে একজন যিনি রয়েছেন তিনি পাসকোর্সের ছাত্র। সুতরাং অনার্স ও মাস্টার্স ক্লাস করার মত দক্ষতা ও যোগ্যতা কোনটাই তার নেই। এহেন অবস্থায় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্যে রাখেন এমএ শেষবর্ষের ছাত্র ফারুকুল ইসলাম, অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আবুল কালাম আজাদ, তৃতীয় বর্ষের ছাত্র খালেদ, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী শম্পা, একই বর্ষের ছাত্র আল আমিন মিন্টু ও কলেজ সংসদের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম সজল।